প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অভিবাসীর অধিকার—মর্যাদা ও ন্যায়বিচার

১৮ ডিসেম্বর ২০১০

আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস

জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

০৪ পৌষ ১৪১৭
১৮ ডিসেম্বর ২০১০

বাণী

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস-২০১০ পালিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি প্রবাসে কর্মরত সকল বাংলাদেশীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

বাংলাদেশ জনবহুল দেশ। বাংলাদেশের জনশক্তি আজ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে দক্ষতার সাথে কাজ করছে, উন্নয়নে অবদান রাখছে। সাম্প্রতিক বিশ্বমন্দা সত্ত্বেও প্রবাসী ভাইবোনদের প্রেরিত অর্থে বাংলাদেশ রেকর্ড পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ করতে সক্ষম হয়েছে; যা আমাদের অর্থনীতির ভিতকে আরো মজবুত করছে। আমি আশা করি, অভিবাসীগণ তাদের কর্ম, আচার-আচরণ ও নিষ্ঠার মাধ্যমে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি আরো উজ্জ্বল করবেন এবং জাতীয় অর্থনীতিতে অব্যাহত অবদান রাখবেন। আমি অভিবাসীদের সমস্যার সমাধান ও সহযোগিতা সম্প্রসারণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অধিকতর দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের আহবান জানাই।

আমি 'আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস-২০১০' এর সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ জিল্লুর রহমান

মন্ত্রী
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

প্রতি বছরের মতো এবারও ১৮ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস উদযাপিত হচ্ছে। "মর্যাদার সাথে অভিবাসন" এ বছরের আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবসের মূল প্রতিপাদ্য। বাংলাদেশ হতে প্রায় ৭০ লক্ষ অভিবাসী কর্মী পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কর্মরত আছেন। অভিবাসী কর্মীদের নিরলস পরিশ্রম এবং দেশের অর্থনীতিতে তাঁদের অপরিসীম অবদানকে স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও এ দিবসটি তাৎপর্যের সঙ্গে উদযাপন করা হচ্ছে। সকল অভিবাসী কর্ম এবং তাদের পরিবারবর্গকে এ মহতি দিবসে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অভিবাসন জাতীয় জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। অভিবাসী কর্মীদের হয়রানি রোধ, কর্মক্ষম জনশক্তিকে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান, নতুন শ্রম বাজার অনুসন্ধান, বৈদেশিক কর্মসংস্থান ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন সাধন এবং নিরাপদ অভিবাসন প্রক্রিয়া সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য বিভিন্নমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের সহজ শর্তে ঋণ দান, সহজে দেশে রেমিটেন্স প্রেরণ এবং প্রাপ্ত রেমিটেন্স-এর উৎপাদনমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে সরকার 'প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক' প্রতিষ্ঠা করেছে।

আমি আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস-২০১০ উদযাপন উপলক্ষে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত সকল কার্যক্রমের সার্থকতা কামনা করছি।

ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এম.পি

IOM-OIM

Director General
International Organization for Migration (IOM)

MESSAGE

All too often, the positive contributions migrants make to society are being called into question, as many governments adopt short-sighted attitudes towards them, presenting them as a burden to convalescing economies. Yet, evidence of migrants' contributions is abounding through various studies across the world. Migration now and in the future will be driven by global economic, social and demographic trends. In many countries, migrant workers at all skills levels will be needed for knowledge and innovation as well as for jobs that nationals cannot or do not want to fill.

Governments have to choose between adopting a "high road" or a "low road" scenario to manage migration. The "low road scenario" is one of status quo based on stereotypes, fear, and short-term political expediency. The "high road" scenario would heighten recognition of migration as integral part to the global economy and of migrants as vital constituents to any full recovery from the current economic crisis.

The challenge is to find humane and equitable solutions that reconcile people's desire to migrate with the national sovereignty of States on population movements. Cooperation is essential to ensure respect to migrants' rights, and migrants also need to respect the culture and laws of host countries.

Ambassador William Lacy Swing

অভিবাসন প্রক্রিয়া : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

অভিবাসন প্রক্রিয়া বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। বর্তমানে ১৩২টি দেশে আনুমানিক ৭০ লক্ষ প্রবাসী কর্মী বিভিন্ন দেশে কর্মরত আছেন। বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য সরকার The Emigration Ordinance ১৯৮২ প্রণয়ন করেছে। এ অধ্যাদেশের আওতায় রিক্রুটিং এজেন্সিকে লাইসেন্স প্রদান করা হয়। রিক্রুটিং এজেন্সির কার্যক্রম তত্ত্বাবধানের জন্য অধ্যাদেশে বিভিন্ন ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বৈদেশিক কর্মসংস্থানের চাহিদাপত্রের সঠিকতা যাচাই এবং কর্মীদের কল্যাণ দেখাশোনার জন্য বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে শ্রম এ্যাটাশে নিয়োগ দেয়া হয়। কোন কর্মী কর্মক্ষেত্রে চাকুরীর শর্ত মোতাবেক বেতন ভাতা না পেলে বা অন্য কোন সমস্যার মুখোমুখি হলে এ অধ্যাদেশের আওতায় রিক্রুটিং এজেন্সির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

২০০২ সনে সরকার বহির্গমন বিধিমালা ২০০২, রিক্রুটিং এজেন্ট আচরণ ও লাইসেন্স বিধিমালা ২০০২ এবং ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল বিধিমালা ২০০২ প্রণয়ন করেছে। এ বিধিসমূহ প্রণয়ন করার মাধ্যমে নিয়োগ প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা, রিক্রুটিং এজেন্সির জবাবদিহিতা, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিলের দক্ষ ব্যবস্থাপনা এবং প্রবাসী কর্মীদের অধিকতর কল্যাণ নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সরকার ২০০৬ সনে 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি' প্রণয়ন করেছে। এ নীতির মাধ্যমে জনশক্তি রপ্তানির প্রক্রিয়া, প্রবাসী কর্মীর অধিকার সংরক্ষণ, নতুন বাজার অনুসন্ধান, সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর, কর্মীর দেশে অবস্থানরত পরিবারের সদস্যদের কল্যাণ নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। বাংলাদেশ ইতিমধ্যে সংযুক্ত আরব-আমিরাত, ওমান, মালয়েশিয়া, লিবিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে জনশক্তি রপ্তানি সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে এবং কুয়েত ও কাতারের সাথে দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। বর্তমানে বিদ্যমান বিধিমালার প্রয়োজনীয় সংশোধনের কার্যক্রম চলছে।

সম্প্রতি সকল কর্মীকে বিদেশ গমনের অনুমতি প্রদানের পূর্বে তাদের সকলের 'ফিঙ্গার প্রিন্ট' সংরক্ষণ করা হচ্ছে এবং 'স্মার্ট কার্ড' প্রদান করা হচ্ছে। ৩২ কিলোবাইট মেমরী চীপ সংবলিত এ কার্ডে বিদেশগামী কর্মীর নাম, ঠিকানা, বিএমইটি হতে বহির্গমন ছাড়পত্রের তথ্য, রিক্রুটিং এজেন্সির নাম, নিয়োগকারীর নাম ঠিকানাও রয়েছে।

বাংলাদেশ হতে অধিকাংশই যাচ্ছে অদক্ষ কর্মী হিসেবে। বর্তমানে মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিএমইটি'র তত্ত্বাবধানে ৩৭টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) ও ০১টি বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি (বিআইএমটি)'র মাধ্যমে বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীরা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন। টিটিসি হতে ৪৯টি ট্রেডে বছরে প্রায় পঞ্চাশ হাজার কর্মী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন। রিক্রুটিং এজেন্সি বা বেসরকারি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে একটা বৃহৎ সংখ্যক কর্মী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন এবং বিদেশে যাচ্ছেন। সরকার সম্প্রতি আরো ৩০ টিটিসি এবং ০৫ আইএমটি প্রতিষ্ঠা করছে। এর ফলে ৬৪টি জেলাতেই টিটিসি স্থাপিত হবে এবং দেশের সকল জেলার বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীরাই প্রশিক্ষণের সুযোগ পাবেন। ২১ দিনের বিশেষ প্রশিক্ষণ শেষে মহিলা গৃহকর্মী বিদেশে যাচ্ছেন। যা তাঁদেরকে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং ক্ষমতায়নে সহায়তা করছে। বিশ্ব শ্রম বাজারে যে দেশ দক্ষ কর্মী প্রেরণ করতে সক্ষম হবে সে দেশই শ্রম বাজার তার নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবে। সকল ট্রেডের প্রশিক্ষণকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করাও জরুরী। সরকার সম্প্রতি ৭০ লক্ষ টাকার একটি 'আবর্তক তহবিল' এর মাধ্যমে 'দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম' প্রণয়ন করেছে যার মুনাফা হতে প্রতি বছর বিদেশগামী কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

অভিবাসনের জন্য সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি সংগঠন কাজ করে চলেছে। বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের ৪২টি জেলার জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস (ডিইএমও) এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রদান করা হচ্ছে। সকল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অবস্থিত 'প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক কাজ করেছে। বিএমইটি কর্তৃক পরিচালিত 'প্রাক-বহির্গমন-ব্রীফিং' সেশনের মাধ্যমে কর্মীদের বিদেশ গমনের পূর্বে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রদান করা হচ্ছে। বিদেশ প্রত্যাগত কর্মীদের প্রতারণার বিষয়ে অভিযোগ দায়ের ও তার প্রতিকারের বিষয়ে কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্য ওয়েব-বেজড 'complaint mechanism' এর ব্যবস্থা রয়েছে। অভিবাসন সম্পর্কিত বিষয়াদি নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণের জন্য ইতিমধ্যে গঠিত 'টাস্ক ফোর্স' এর মাধ্যমেও অভিবাসন প্রক্রিয়া তত্ত্বাবধান করা হচ্ছে।

বিদেশে আটকে পড়া কর্মীকে দেশে ফেরত আনা, বিপদগ্রস্ত কর্মীকে আর্থিক সহায়তা প্রদান, প্রবাসী কর্মীর মৃতদেহ দেশে ফেরত আনা, মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ আদায় ও মৃতের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করার কার্যক্রম 'ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল' হতে নির্বাহ করা হয়। মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে চালু হতে যাচ্ছে 'প্রবাসী কল্যাণ' ব্যাংক। এ ব্যাংক হতে বিদেশগামী কর্মীদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদান, রেমিটেন্স প্রেরণ সহজতর করা এবং বিদেশ প্রত্যাগত কর্মীদের আর্থিক সহায়তা দিয়ে পুনঃকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে।

প্রবাসী কর্মীরা তাদের কষ্টার্জিত রেমিটেন্স প্রেরণ করে দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করছে। ২০০৯ সনে রেমিটেন্স এসেছে ১০.৭২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। পরিসংখ্যান অনুযায়ী রেমিটেন্স বাংলাদেশের জিডিপি'র ১৩ গুণ, বৈদেশিক সাহায্যের ৫ গুণ এবং ওডিএ'র ১১ গুণ। মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে অধিক রেমিটেন্স প্রেরণকারী/বিনিয়োগকারী/বাংলাদেশ হতে বিদেশে মালামাল আমদানীকারকদেরকে 'সিআইপি'র মর্যাদা প্রদান এবং 'বিশেষ সম্মাননা কার্ড' প্রদানের মাধ্যমে রেমিটেন্স প্রেরণে উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে।

প্রবাসী কর্মীদের বিদেশে অধিকার সংরক্ষণ, নিয়োগ শর্তাবলী অনুসরণ ও তাদের কল্যাণে কর্মী প্রেরণকারী ও গ্রহণকারী দেশের সঙ্গে বাংলাদেশ সরকার প্রতিনিয়ত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সভা/সম্মেলনে অংশগ্রহণ করছে। সম্প্রতি মেক্সিকোতে Global Forum on Migration and Development (GFMD) এর ৪র্থ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছেন। ২০১১ সনে ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য বাংলাদেশে Colombo Process এর ৪র্থ মন্ত্রী পর্যায়ের পরামর্শক সভা হবে যাতে অভিবাসন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন দিক এবং অভিবাসী কর্মীদের অধিকার সমুন্নত রাখার বিষয়ে আলোচনা হবে। এ সম্মেলনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হবে Migration with Dignity.

মন্ত্রণালয় হতে প্রচলিত শ্রমবাজার ধরে রাখাসহ নতুন নতুন বাজার অনুসন্ধানের কাজে বিভিন্নমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। অভিবাসন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন চ্যালেঞ্জকে সামনে রেখে নিয়োগ প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা আনয়ন, অভিবাসন ব্যবস্থাপনা সময়োপযোগী করা, নতুন নীতিমালা প্রণয়নসহ বিবিধ কার্যক্রম অনুসরণ করার মাধ্যমে সরকারের 'রূপকল্প-২০২১' বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। এ সকল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জনশক্তি রপ্তানি দেশের জাতীয় জীবনে এক নতুন মাত্রা যোগ করবে- এ হোক আমাদের আজকের দিনের প্রত্যাশা।

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৪ পৌষ ১৪১৭
১৮ ডিসেম্বর ২০১০

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ১৮ ডিসেম্বর ২০১০ আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম জনশক্তি রপ্তানীকারক দেশ। অভিবাসনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি প্রবাসীদের প্রেরিত মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রায় দেশের অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বর্তমান সরকার জনশক্তি রপ্তানীতে গুণগত পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা, অভিবাসী কর্মীদের নিরাপত্তা ও অধিকার রক্ষা তাঁদের সহজ শর্তে ঋণ সুবিধা প্রদান, বৈধপথে রেমিটেন্স প্রেরণ সহজীকরণসহ অভিবাসন ব্যবস্থাপনা স্বচ্ছ ও গতিশীল করতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস-২০১০ উপলক্ষে অভিবাসী সকল বাংলাদেশী নাগরিককে শুভেচ্ছা জানাই।

আমি এ দিবসের সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

সচিব
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়

বাণী

অভিবাসী কর্মীদের মর্যাদা প্রদান, তাদের অধিকার সংরক্ষণ এবং দেশের অর্থনীতিতে তাদের অবদান শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করার মধ্য দিয়ে জাতিসংঘ ২০০০ সাল থেকে ১৮ ডিসেম্বরকে আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস হিসেবে পালনের স্বীকৃতি দিয়েছে। ডিসেম্বর আমাদের অগ্নিঝরা বিজয়ের মাস। আমি এই বিজয়ের মাসে প্রবাসে কর্মরত সকল অভিবাসী ভাই ও বোনদের আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবসের সশ্রদ্ধ সালাম ও মহান বিজয়ের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

দেশের বিপুল সংখ্যক বিদেশে গমনেচ্ছু কর্মক্ষম কর্মীকে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান করে আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে প্রেরণের লক্ষ্যে সরকার দেশব্যাপী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। একই সাথে অভিবাসন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনয়ন, রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর ওপর তদারকি বৃদ্ধি, অভিবাসন সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের প্রতারণা থেকে রক্ষা করাসহ বিবিধ কর্মসূচী সরকার গ্রহণ করেছে। বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের অভিবাসন ব্যয় মিটানোর জন্য সহজ শর্তে ঋণ প্রদান, আধুনিক পন্থায় রেমিটেন্স প্রেরণ এবং প্রবাসী কর্মীগণ মেয়াদ শেষে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণের জন্য শীঘ্রই প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হবে।

আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস-২০১০ উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত সকল কর্মকাণ্ডে আমি আপনাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবসের কর্মসূচী বাস্তবায়নের সাথে যারা পত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলকে আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ড. জাফর আহমেদ খান

মহাপরিচালক
জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

প্রবাসে কর্মরত ৭০ লক্ষ অভিবাসী কর্মীকে উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়ে আমি আজকের দিনে আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবসকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করতে চাই। প্রবাসী কর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রম বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রেখে চলেছে। আমাদের দেশে রয়েছে বিপুল জনশক্তি, সম্ভাবনাময় এ সম্পদকে দক্ষ করে দেশের সার্বিক উন্নয়নের গতিকে বেগবান করার জন্য বৈদেশিক কর্মসংস্থান একটি উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।

প্রতি বছর দেশের শ্রম বাজারে সংযুক্ত হচ্ছে প্রায় ২০ লক্ষ নতুন শ্রমশক্তি। এ বিপুল শক্তিকে মানব সম্পদে রূপান্তর করতে হবে, সম্পৃক্ত করতে হবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্রোতধারায়। জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো এ লক্ষে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। তাদের যথাযথ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ক্ষেত্র সবিশেষ অবদান রাখছে। "আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস" এর উষালগ্নে অভিবাসী কর্মীদের অধিকার সুরক্ষা ও তাদের ন্যায্য প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার দৃঢ় প্রত্যয় আমরা পুনরায় ব্যক্ত করি। আজকের দিনে আমি আশা করি নিরাপদ অভিবাসন প্রতিষ্ঠা এবং অভিবাসী কর্মীর জন্য নিবেদিত কল্যাণ কার্যক্রমকে আরও সম্প্রসারণ করতে সক্ষম হবো।

যুক্তিযুক্ত অভিবাসন ব্যয় নির্বাহের মাধ্যমে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ক্ষেত্রে অধিকতর দক্ষ জনশক্তি প্রেরণ এবং অভিবাসন প্রক্রিয়ার আধুনিকায়ন ও সার্বিক মান উন্নয়নের জন্য সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা এবং অভিবাসী সংগঠনসমূহের সম্মিলিত প্রয়াস এ সেক্টরে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য বয়ে আনবে বলে আমি বিশ্বাস করি। এ প্রয়াসে আমি সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা একান্তভাবে প্রত্যাশা করি।

খোরশেদ আলম চৌধুরী

অভিবাসী অধিকার সনদের ২০তম বর্ষপূর্তি

'আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবসের তাৎপর্য'

(সুশীল সমাজের পক্ষ থেকে)

সূচনা : অভিবাসন মানব ইতিহাসের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। বর্তমানে পৃথিবীতে অভিবাসীর সংখ্যা ২৫ কোটির অধিক। আন্তর্জাতিক অভিবাসনের অনেক কারণের মধ্যে দারিদ্র্য অন্যতম এছাড়াও কর্মসংস্থানের অভাব, অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা, পরিবেশগত অধঃপাত, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি কারণে অনেকেই অভিবাসনের সিদ্ধান্ত নেন। বিশ্বজুড়ে মূলধন, পণ্য আর সেবার বাধাহীন যাতায়াতের সাথে সাথে তথ্যপ্রযুক্তি ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি অভিবাসন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছে।

অভিবাসীর মানবাধিকার : জাতীয়তা, গোষ্ঠী, লিঙ্গ এবং ধর্ম নির্বিচারে একজন মানব সন্তানের যে অধিকার রয়েছে একজন অভিবাসীর ও তার অভিবাসন অবস্থা নির্বিচারে একই সমান অধিকার রয়েছে এবং এই অধিকার মানবাধিকার সনদ এবং অন্যান্য প্রধান সনদ দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে।

অভিবাসী শ্রমিক অধিকারে জাতিসংঘ সনদ ১৯৯০ : সমগ্র বিশ্বে অভিবাসী শ্রমিকের দুর্ভোগ, দুর্দশা ও তাদের ওপর সহিংসতা, নিপীড়ন ও নির্যাতন বেড়ে যাওয়ার প্রেক্ষিতে এবং "অভিবাসী শ্রমিকের অধিকার-মানবাধিকার" নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ১৯৯০ সনের ১৮ই ডিসেম্বর একটি সনদ অনুমোদিত হয়। যা "সকল অভিবাসী শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের অধিকার সংরক্ষণের আন্তর্জাতিক সনদ" বা International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families" নামে পরিচিত।

উল্লেখ্য যে, সনদটিতে কমপক্ষে ২০ (বিশ)টি দেশের অনুসমর্থন বা রেটিফিকেশন পর জাতিসংঘ বিগত ১লা জুলাই ২০০৩ হতে কার্যকর করেছে। এ পর্যন্ত মোট ৪৪ টি দেশ সনদটি অনুসমর্থন বা রেটিফাই করেছে ও বাংলাদেশসহ মোট ১৫টি দেশ সম্মতি স্বাক্ষর করে রেটিফিকেশন বা অনুসমর্থনের অপেক্ষায় আছে। বাংলাদেশ ১৯৯৮ সালের ৭ই অক্টোবর উক্ত সনদটি স্বাক্ষর করার প্রশংসনীয় পদক্ষেপ নেয়। আমরা জেনে আনন্দিত যে বর্তমান সরকার এই সনদটির অনুসমর্থনের কথা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করছে।

১৮ই ডিসেম্বরকে "আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস" হিসেবে জাতিসংঘের ঘোষণা : ২০০০ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর, জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৫৫তম অধিবেশনে বাংলাদেশসহ ২৬টি দেশের উত্থাপিত রেজুলেশন মোতাবেক ১৮ ডিসেম্বরকে "আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস" হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। যেহেতু, জাতিসংঘ ১৯৯০ সালের ১৮ ডিসেম্বরে "সকল অভিবাসী শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের অধিকার সংরক্ষণ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ" সারা বিশ্বের অভিবাসীর অধিকার সংরক্ষণের মৌলিক সনদ হিসেবে গ্রহণ করেছে, সেহেতু ঐ দিবস তথা ১৮ই ডিসেম্বরকে "আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস" উদযাপনের ঘোষণা প্রদান করে। এই ঘোষণায় স্বীকার করা হয় যে, প্রত্যেক মানুষ স্বাধীনভাবে জন্মগ্রহণ করে এবং মর্যাদার দিক দিয়ে সবাই সমান এবং সর্বজনীন মানবাধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করার অধিকার জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষেরই আছে এবং অভিবাসী প্রেরণ ও গ্রহণকারী দেশের অর্থনীতি ও কল্যাণের স্বীকৃতিস্বরূপ লক্ষ লক্ষ অভিবাসীর মৌলিক মানবাধিকারকে শ্রদ্ধা করে এই ঘোষণা দেয়া হয়। অভিবাসী অধিকার সংরক্ষণে, জাতিসংঘের এই ঘোষণা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই ঘোষণা জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্রকে, সকল সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাকে অভিবাসীর মানবাধিকার ও অধিকার সংক্রান্ত তথ্য প্রদান, অভিজ্ঞতার বর্ণনা এবং কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়ার আহবান জানায়।

আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবসের উদ্দেশ্য : জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবসের স্বীকৃতি একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। জাতিসংঘ তার সকল সদস্য রাষ্ট্র, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে একই দিবস পালনে আহ্বান জানায়, যাতে অভিবাসীর মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকারের তথ্য জানানো এবং জাতিসংঘ সনদের আলোকে অভিবাসীর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

উপসংহার : আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস-২০১০ উপলক্ষে সারাবিশ্বের অভিবাসী কর্মীদের সাথে সংহতি প্রকাশের পাশাপাশি তাদের অধিকারের স্বীকৃতির প্রতি জোর সমর্থন জ্ঞাপন করছি। সে সাথে অভিবাসী শ্রমিক ও তাদের পরিবারের অধিকার রক্ষায় বিশ্বের সকল দেশের সরকারের প্রতি নিম্নলিখিত বিষয় বিবেচনার জন্য উত্থাপন করছে—

১. অভিবাসী শ্রমিক ও তার পরিবারের অধিকার রক্ষায় সকল আন্তর্জাতিক চুক্তির অনুসমর্থন ;

২. অভিবাসী নারী শ্রমিকের নির্যাতন ও নিপীড়নের মুখ্য কারণ চিহ্নিতকরণ, যেমন : দারিদ্র্য, কর্মসংস্থানে সম-সুযোগের অভাব ও আইনী সুবিধা গ্রহণে বৈষম্য।

নারী অভিবাসী কর্মীর দৃশ্যমানতা

ইউনিফেম

বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ২৫ কোটি অভিবাসী কর্মীর অর্ধেকই হলো নারী। আগে নারীরা পরিবারের সঙ্গে অভিবাসিত হতেন, এখন স্ব-উদ্যোগে কাজ নিয়ে বিদেশে যাচ্ছেন। নারী কর্মীরা বিভিন্ন কাজে বিদেশে নিয়োজিত হলেও তাদের চাকরি সম্পূর্ণ নিরাপদ নয় এবং তাদের বেতনও কম। অপরদিকে নারী কর্মী বিদেশে গেলে তার পরিবারে এর প্রভাব, রেমিটেন্স প্রেরণে নারী কর্মীর অংশগ্রহণের স্বীকৃতি ও কর্মক্ষেত্রে তার শারীরিক নিরাপত্তা ঝুঁকির বিষয়টি এখনও নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, রেমিটেন্স প্রেরণের ক্ষেত্রে নারী কর্মীরা পুরুষ কর্মীর তুলনায় তার উপার্জনের বেশির ভাগ অর্থ পাঠিয়ে থাকে ও তাদের রেমিটেন্স পাঠানোর ধারাবাহিকতাও আছে; তদুপরি নারী কর্মীর প্রেরিত অর্থ পরিবারের সদস্যদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাবার বা পোশাক পরিচর্যায় ব্যবহৃত হয়, যা পুরুষ কর্মীর প্রেরিত রেমিটেন্সের তুলনায় অনেক কার্যকর নিয়ামক। কিন্তু জাতীয় উৎপাদনে নারী অভিবাসী কর্মীর অবদানকে যথাযথ স্বীকৃতি দেয়া হচ্ছে না।

অভিবাসন প্রক্রিয়ার প্রতিটি স্তরে নারীরা নির্যাতনের ঝুঁকির স্বীকার হচ্ছে। প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং বৈধ ও নিরাপদ অভিবাসনের তথ্য জানার সুযোগ নারীর ক্ষেত্রে সবচেয়ে সীমিত। ইউনিফেম অভিবাসী নারী কর্মীর অধিকার প্রতিষ্ঠা, তথ্য পাবার সুযোগ এবং নারী অভিবাসী কর্মীর ক্ষমতায়নের জন্য ২০০১ সন থেকে কাজ করে যাচ্ছে। ইউনিফেম সরকারের সাথে যৌথভাবে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ডের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে Global Forum on Migration & Development (GFMD) সম্মেলনে এ বিষয়গুলো গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হচ্ছে। এ বছরও ইউনিফেম জেন্ডার, পরিবার, অভিবাসন ও উন্নয়নের প্রেক্ষিতে অভিবাসী নারী কর্মীর অধিকার সংরক্ষণ ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ের ওপর রাউন্ড টেবিল বৈঠকের আয়োজন করেছে। নারী কর্মীকে সহায়তা প্রদানের জন্য জেন্ডার ওয়ার্কিং গ্রুপ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

নারী অভিবাসনের প্রেক্ষিত বিবেচনায় বৈশ্বিক উদ্যোগ ও পরিবর্তনের পাশাপাশি আমাদের দেশের নারী অভিবাসনের জন্য প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ও কার্যক্রমের মূল্যায়ন করা আবশ্যক। নারী অভিবাসীকে মর্যাদা দান, তাদের জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান ও তাদের নিরলস পরিশ্রমকে যথাযথ স্বীকৃতি প্রদান করার এখনই সময়।

অভিবাসী দেশে ফিরে, কষ্ট যেন না পায় বিমান বন্দরে

ভাষা শিখে নিয়ম মতে, নারীও পারে বিদেশ যেতে

জনশক্তি রপ্তানি, বদলে দেবে অর্থনীতি